সমকাল

তারিখ ... 02 APR 2015 ...
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৭

নেপাল ও ভুটানে পণ্য পাঠাতে স্থায়ী ট্রানজিট দেবে ভারত

■ আবু কাওসার

দীর্ঘ অপেক্ষার পর নেপাল ও ভুটানে বাংলাদেশি পণ্য পরিবহনে নিজস্ব ভূখণ্ড ব্যবহারে সম্মত হয়েছে ভারত। ভারত সরকার বলেছে, বাংলাদেশ যদি নেপাল, ভুটানসহ তৃতীয় দেশে পণ্য পরিবহনের জন্য ভারতের ওপর দিয়ে যেতে চায় তাতে তাদের আপত্তি নেই। বাংলাদেশ-ভারত বিদ্যমান বাণিজ্য চুক্তি সংশোধন করে তাতে বাংলাদেশকে ওই সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। ভারতের এ অবস্থান জানিয়ে দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশ সরকারকে। নির্ভরযোগ্য সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

শিগগির বাণিজ্য চুক্তি সই

গত ৩১ মার্চ ভারতের সঙ্গে বর্তমান বাণিজ্য চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, বাংলাদেশের শর্ত মেনে চুক্তি সংশোধনে সম্মত হয়েছে ভারত। সংশোধিত চুক্তির মেয়াদ ৩ বছরের পরিবর্তে ৫ বছর করা হচ্ছে। নির্দিষ্ট সময় শেষ হওয়ার পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে নবায়নের বিধান রাখা হচ্ছে। জানা গেছে, ভারত-বাংলাদেশ সংশোধিত বাণিজ্য চুক্তির খসড়া আগামী সপ্তাহে মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকে অনুমোদনের জন্য উঠতে পারে। মন্ত্রিপরিষদের অনুমোদনের পর আনুষ্ঠানিকভাবে তা সই হবে। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের মূল চুক্তি সই হয় ১৯৮০ সালে। এরপর বিভিন্ন সময়ে মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। সর্বশেষ ২০০৯ সালে মেয়াদ বাড়ানো হয়েছিল।

সড়কপথে ভারতের ভূখণ্ড ব্যবহার করে নেপাল ও ভুটানে পণ্য পরিবহনের দাবি জানিয়ে আসছিল বাংলাদেশ। ■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ১

নেপাল ও ভুটানে পণ্য পাঠাতে

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, ভারতের এ সম্মতি দেওয়ার অর্থ হলো, তিন দেশের মধ্যে প্রকারান্তরে ট্রানজিট চালু হওয়া। এর ফলে এসব দেশে বাংলাদেশের রফতানি বাড়ানোর উজ্জ্বল সম্ভাবনা তৈরি হলো। গত বছরের নভেম্বরে কাঠমান্ডুতে অনুষ্ঠিত সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নেপাল ও ভুটানে বাংলাদেশের বাণিজ্য বাড়াতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে সহযোগিতা চান। শেখ হাসিনাকে আশ্বস্ত করেন মোদি। সেই প্রতিশ্রুতিই রক্ষা করল ভারত।

জানা গেছে, দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বর্তমানে ভারতের সঙ্গে যে চুক্তি আছে, তাতে শুধু দুই দেশের মধ্যেই এক স্থান থেকে আরেক স্থানে পণ্য পরিবহন করতে পারে। তৃতীয় দেশে পণ্য নিয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। চুক্তি সংশোধন করে ভারতের ওপর দিয়ে তৃতীয় দেশে পণ্য পরিবহনের জন্য ভারত রাজি হয়েছে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মনোজ কুমার সাহা সমকালকে বলেন, বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ভারতের ভূখণ্ড ব্যবহার করে তৃতীয় দেশে পণ্য পরিবহনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছিল। ভারত এতে রাজি হয়েছে। অনেক বছর ধরে এ দাবি জানিয়ে আসছিল বাংলাদেশ। বাণিজ্য চুক্তি সংশোধন করে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং এ বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছেছে দুই দেশ। এ চুক্তি কার্যকর হলে দুই দেশের সম্পর্কের উন্নয়নে বড় অগ্রগতি হবে। একই সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য আরও বাড়বে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল এক কর্মকর্তা বলেন, চুক্তি সংশোধনের বিষয়ে যাবতীয় প্রস্তুতি চূড়ান্ত হয়েছে। শিগগিরই তা সই হবে।

বাণিজ্য বিশেষজ্ঞ ও এফবিসিসিআইর উপদেষ্টা মঞ্জুর আহমেদ সমকালকে বলেন, ভারত তার নিজস্ব ভূমি ব্যবহার করে তৃতীয় দেশে পণ্য পরিবহনে সম্মতি দিলে তা হবে বাংলাদেশের জন্য খুবই ইতিবাচক। দীর্ঘ সময় পর বাংলাদেশের স্বার্থ রক্ষা হবে। তার মতে, তৃতীয় দেশে পণ্য পরিবহনের সুযোগ দেওয়ার অর্থই হচ্ছে তিন দেশের সঙ্গে ট্রানজিট চালু হওয়া।

বর্তমানে সড়কপথে নেপাল ও ভুটানে বাংলাদেশি পণ্য সরাসরি যেতে পারে না। ওই দুটি দেশে যেতে হলে ভূখণ্ড ব্যবহারের জন্য অনুমতি লাগে ভারত সরকারের। ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তিতে যে সংশোধনী আনা হচ্ছে তা কার্যকর হলে বাংলাদেশি পণ্যভর্তি ট্রাক ভারতের ভূখণ্ড ব্যবহার করে সরাসরি নেপাল ও ভুটানে চলে যেতে পারবে। বর্তমানে ভারতের সঙ্গে শুধু নদীপথে ট্রানজিট চালু আছে। তবে সেটি নিয়মিত নয়। সংশোধিত চুক্তিতে সড়ক, রেল ও নদী– সকল পথে ট্রানজিট চালুর কথা বলা হয়েছে। ট্রানজিটের বিনিময়ে ফি বা চার্জ আদায়ের বিধান রাখা হচ্ছে।

জানা গেছে, ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি সংশোধনের বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) মত নেওয়া হয়। এনবিআর বলেছে, বর্তমান চুক্তিতে শুধু দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য ব্যবস্থা রয়েছে। এতে তৃতীয় দেশের বিষয়টি সংযুক্ত করা হলে বেশি লাভবান হবে বাংলাদেশ। এনবিআরের দেওয়া মতামত গ্রহণ করেই বিদ্যমান চুক্তি সংশোধন করা হয়।